বাজেট ২০২২-২৩: দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই-ডিসেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

জুন ২০২৩

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

বাজেট ২০২২-২৩: দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই-ডিসেম্বর) পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১৫(৪) ধারার বিধানমতে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত

আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	১-১৮
পরিশিষ্ট	২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	১৯-৩৩
ক)	রাজস্ব পরিস্থিতি	২৩-২৫
খ)	সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি	২৬-২৮
গ)	বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	২৯
ঘ)	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	৩০-৩১
ঙ)	বৈদেশিক খাত	৩২
চ)	মূল্যস্ফীতি	৩৩

সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১৫(৪) ধারার বিধানমতে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

মাননীয় স্পিকার

১। প্রতিবেদনের শুরুতে আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শাহাদাত বরণকারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য শহীদগণকে। স্মরণ করছি বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে শহীদগণ এবং ও মুক্তিযুদ্ধে আত্ম-উৎসর্গকারী ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে।

২। আপনি জানেন, চলতি অর্থবছর এ মেয়াদে আমাদের সরকারের শেষ বছর। ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিগত ১৪ বছরের পথ পরিক্রমায় আমাদের সরকারের আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টায় দেশের অভূতপূর্ব আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯ সালে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম। ইতোমধ্যে ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০২১ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছি। ২০২৬ এ চূড়ান্ত উত্তরণ এবং ২০৩০ এ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে সামিল হওয়া। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের দিকে সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বের দরবারে জাতির মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য আমি এ মহান সংসদের মাধ্যমে দেশের আপামর জনগণের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় স্পিকার

৩। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-ডিসেম্বর) বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনের শুরুতে আমি এ সময়ে সরকারের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় পরিস্থিতির চিত্র উপস্থাপন করব। অতঃপর দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক চিত্র মহান সংসদের অবগতির জন্য সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবশেষে, এবারের বাজেটে গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়ে অর্জিত অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করব। মূল প্রতিবেদনের শেষে 'পরিশিষ্ট' হিসেবে দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই-ডিসেম্বর) পর্যন্ত সরকারের আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূল উপস্থাপনা শুরুর পূর্বে আমি সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চলকসমূহের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনার মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে পেশ করতে চাই।

এক নজরে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে সামষ্টিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি

৪। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে

- ✓ এনবিআর এর তথ্যানুযায়ী কর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৯৯ শতাংশ বেড়েছে;
- ✓ মোট সরকারি ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৫৫ শতাংশ বেশি;
- ✓ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর তথ্য অনুযায়ী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার দাঁড়িয়েছে মোট বরাদ্দের ২৩.৫৩ শতাংশে, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২৪.০৬ শতাংশ;
- ✓ প্রবাস আয় হয়েছে ১০.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ১০.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। ২.৫ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান ও রেমিট্যান্স প্রেরণ সহজীকরণসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রমের প্রভাবে বিগত বছরের তুলনায় প্রবাস আয় ২.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ✓ ডিসেম্বর ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৩.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে ছিল ৪৬.১৫ বিলিয়ন ডলার;
- ✓ দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে রপ্তানি আয় ২৭.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৫৮ শতাংশ বেশি। বিগত অর্থবছরের একই সময়ে রপ্তানি আয় ছিল ২৪.৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার;
- ✓ আমদানি ব্যয় ২.২০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৪১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে;
- ✓ দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহ বেড়েছে ১২.৮৯ শতাংশ;
- ✓ ডিসেম্বর ২০২২ শেষে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৭.৭০ শতাংশ ও পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ৮.৭১ শতাংশ হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে গড় ও পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ছিল যথাক্রমে ৫.৫৫ ও ৬.০৫ শতাংশ।

মাননীয় স্পিকার

অর্থবছর ২০২২-২৩: দ্বিতীয় প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক (জুলাই-ডিসেম্বর) শেষে এনবিআর এর রাজস্ব আদায় হয়েছে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৩১ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ে আদায়কৃত রাজস্বের তুলনায় ১০.৯৯ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরে প্রথম ছয় মাসে আদায়কৃত রাজস্ব বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৩৯.৩১ শতাংশ। এ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের ন্যায় দ্বিতীয় প্রান্তিকেও এনবিআর এর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩ কোটি টাকা (জিডিপির ৯.৭ শতাংশ)। দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে আহরিত মোট রাজস্বের পরিমাণ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৮৯ কোটি টাকা, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৪০.৫ শতাংশ। এ সময়ে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৯.৫ শতাংশ এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ ৮.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬। সামগ্রিকভাবে এনবিআর এর রাজস্ব আদায়ে মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর এর অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। কর রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করার জন্য ইতোমধ্যে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- কর আইনের সংস্কার, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, করনেট সম্প্রাসরণ ইত্যাদি। এছাড়া, সঠিক কর পরিপালন (tax compliance) এবং স্বেচ্ছায় কর প্রদানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলমান আছে। পাশাপাশি, কর-জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধির জন্য 'করব্যয় (tax expenditure) স্টাডি' করার কার্যক্রম চলছে। দেশীয় শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে ক্ষুন্ন না করে পর্যায়ক্রমে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-কর হার সমন্বয়ের বিষয়ও বিবেচনা করা হচ্ছে। আশা করছি, আয়কর এবং মূসকের আওতা সম্প্রসারণ, কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণ, করযোগ্য বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে আয়কর এবং মূসকের আওতায় আনাসহ বিভিন্ন কৌশলগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের পূর্বের ধারা অব্যাহত থাকলে এ অর্থবছরের শেষ দিকে রাজস্ব আহরণ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হয়।

মাননীয় স্পিকার

অর্থবছর ২০২২-২৩: দ্বিতীয় প্রান্তিকের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

৭। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে মোট সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৯.৬১ শতাংশ)। বিগত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী মোট সরকারি ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৯৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.৭১ শতাংশ)। চলতি অর্থবছরে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.৫০ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৭.১২ শতাংশ)। দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত মোট সরকারি ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা (বাজেটের ২৫.৮৫ শতাংশ)। এর মধ্যে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা (বাজেটের প্রায় ৩২.২৭ শতাংশ)। সার্বিকভাবে, চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মোট ব্যয় ৩.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ৫.৪৪ শতাংশ বেড়েছে।

৮। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে ৬০ হাজার ২৪৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ২৩.৫ শতাংশ। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরের একই সময়ে এডিপি ব্যয় হয়েছিল ৫৬ হাজার ৯৬২ কোটি টাকা, যা ছিল মোট বরাদ্দের প্রায় ২৪.০৬ শতাংশ। সার্বিকভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত এডিপি ব্যয় ২০২১-২২ অর্থবছরের একই সময়ের এডিপি ব্যয়ের তুলনায় ৫.৮ শতাংশ বেশি।

৯। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথা: স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, সেতু বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এর অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭০.৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে; অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৯.২ শতাংশ। আইএমইডি'র তথ্যানুসারে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে এ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি ব্যয় হয়েছে ৪৪ হাজার ১৫৪ কোটি টাকা, যা তাদের অনুকূলে প্রদত্ত বার্ষিক বরাদ্দের ২৪.৩ শতাংশ। এসময়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি ব্যয় হয়েছে ১৬ হাজার ৯৫ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি হলো মোট বরাদ্দের ২১.৫ শতাংশ। সার্বিকভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন হার অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন হারের তুলনায় বেশি।

মাননীয় স্পিকার

বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতি

১০। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬১ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে যা প্রাক্কলিত জিডিপি'র ৬.১৬ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে জিডিপি'র ২.৪৮ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে জিডিপি'র ৩.৬৮ শতাংশ সংস্থানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ১৭৯ কোটি টাকা; বিগত অর্থবছরে একই সময়ে ঘাটতি ছিল ৩ হাজার ৯১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধ নাগাদ অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঋণ পরিশোধ অপেক্ষা ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ৪ হাজার ৮৫৫ কোটি টাকা বেশি হয়েছে এবং বৈদেশিক উৎস হতে নীট (অনুদানসহ) ৪ হাজার ৯১০ কোটি টাকার ঘাটতি অর্থায়ন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১১। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধজনিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট, চীনের শূন্য কোভিড নীতি, ইউরোপের জ্বালানি সমস্যা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংকোচনমূলক নীতি, এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্রমবর্ধমান ঋণ সংকট ইত্যাদিকে বিবেচনায় রেখে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন) জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি বিবৃতি ঘোষণা করেছে। মূলতঃ এসব বৈশ্বিক সমস্যার কারণে বিগত কয়েক মাসে বাংলাদেশ উচ্চ মূল্যস্ফীতি, তারল্য সংকট এবং বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ অনুভব করছে উল্লেখ করে মুদ্রা নীতি বিবৃতিতে নীতি সুদহার বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি প্রশমনের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রকৃত উৎপাদনমুখী উদ্যোগের জন্য অর্থায়নের যোগান অব্যাহত রাখা, বৈদেশিক লেনদেন খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিলাসপণ্য এবং অগুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, মন্দ ঋণ কমানো এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনার গুণগত মান বৃদ্ধি করার ওপরও জোর দেয়া হয়েছে।

১২। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথমার্ধ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (M2) প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৮.৪৭ শতাংশ, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই রয়েছে। ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের উপাদানসমূহের মধ্যে নিট বৈদেশিক সম্পদ ও নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে -১৩.৪৮ ও ১৪.৯৫ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০২২ শেষে বছরভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রা এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল

যথাক্রমে ১৭.৪১ ও ১৪.৯৮ শতাংশ। রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি ছিল। ডিসেম্বর ২০২২ মাস শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বাৎসরিক ভিত্তিতে ১২.৮৯ শতাংশে দাঁড়ায়, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ১০.৬৮ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা বজায় থাকবে বলে আশা করা যায়। কৃষি ও অকৃষি পল্লী ঋণ বিতরণের পরিমাণ গত অর্থবছরের প্রথমার্ধের তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

মূল্যস্ফীতি

১৩। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার হ্রাসজণিত কারণে টাকার অবচিতি ঘটেছে। ফলে আমদানিজণিত ব্যয়বৃদ্ধির সূত্রে দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার বিষয়ে আমাদের সরকার ইতোমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ডিসেম্বর ২০২২ মাস শেষে সাধারণ মূল্যস্ফীতি (বার মাসের গড় ভিত্তিতে) দাঁড়িয়েছে ৭.৭০ শতাংশ, যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.০৪ শতাংশ এবং খাদ্য বর্হিভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.৮৪ শতাংশ। ডিসেম্বর শেষে সার্বিক মূল্যস্ফীতি এ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার (৭.৫০ শতাংশ) চেয়ে ০.২০ পারসেন্টেজ পয়েন্ট বেশি ছিল। উল্লেখ্য, বিগত অর্থবছরের (২০২১-২২ অর্থবছর) একই সময়ে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৫৫ শতাংশ, যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৩০ শতাংশ এবং খাদ্য বর্হিভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৯২ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য কিছুটা কমে যাওয়ায় এবং সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বছর শেষে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে বলে আশা করছি।

মাননীয় স্পিকার

সুদের হার

১৪। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতি সুদের হার কয়েকবার বাড়িয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথম দফায় গত ২৯ মে ২০২২ তারিখ থেকে রেপো হার ৪.৭৫ শতাংশ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৫ শতাংশ করে, পরবর্তীতে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ থেকে তা আরও ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৫.৫ শতাংশ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ হতে রেপো হার আরও ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৫.৭৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়। সর্বশেষ ১৬ জানুয়ারি তারিখে রেপো সুদহার

পুনরায় ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৬.০০ শতাংশে উন্নীত করা হয় এবং রিভার্স রেপো সুদহার ২৫ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৪.০০ শতাংশ হতে ৪.২৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়। তবে, বাজারভিত্তিক গড় সুদ হারে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত তার প্রভাব খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়নি। ডিসেম্বর ২০২১ এ ঋণের গড় সুদহার ছিল ৭.১৬ শতাংশ যা ডিসেম্বর ২০২২ এ সামান্য বেড়ে ৭.২২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে আমানতের সুদ হার ৩.৯৯ শতাংশ হতে সামান্য বেড়ে ৪.২৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সার্বিকভাবে আমানত ও ঋণের সুদ হারের ব্যবধান এসময়ে কিছুটা কমে এসেছে। আমানতের সুদ হার (ভারিত গড়) ডিসেম্বর ২০২১-এ ছিল ৩.১৭ শতাংশ যা ডিসেম্বর ২০২২-এ ২.৯৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

১৫। কিছুটা তারল্যের চাপ থাকায় কলমানি রেট বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০২২-এ ৬.৬৬ শতাংশ হয়েছে, ২০২১ সালের একই সময়ে যা ছিল ২.৬৬ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রক্ষণশীল মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হলেও অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ঋণ সরবরাহ যাতে নিরবচ্ছিন্ন থাকে সে ব্যাপারে সরকার সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। পাশাপাশি, আর্থিক খাতে খেলাপি ঋণের মাত্রা কমিয়ে আনাসহ আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহ

মাননীয় স্পিকার

বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি

আমদানি ও রপ্তানি

১৬। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে ছেদ পড়ার পরেও ২০২১-২২ অর্থবছরে আমাদের রপ্তানি আয় হয়েছে ৫২.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ৩৪.৩৮ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত (জুলাই-ডিসেম্বর) সময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১০.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি বাণিজ্যে এ গতিশীলতা চলমান এবং আরও বৃদ্ধি করার জন্য সরকার রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার অনুসন্ধানে সচেষ্ট রয়েছে। এছাড়া, রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে এমন পণ্যকে সরকার নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে যাতে এ সকল পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বজায় রাখতে পারে।

মাননীয় স্পিকার

১৭। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পণ্য খাতে উক্ত লক্ষ্যমাত্রা ৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সেবা খাতে ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরকার ঘোষিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিদেশস্থ মিশনসমূহে লক্ষ্যমাত্রা বিভাজন করা হয়েছে। উল্লেখ্যযোগ্য রপ্তানি খাতসমূহ হলো: তৈরি পোশাক, পাট ও পাটজাত পণ্য, পাদুকা, কৃষিজাত পণ্য ইত্যাদি। দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে পণ্য বহুমুখীকরণ, বাজার বহুমুখীকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টিতে নানাবিধ বছরভিত্তিক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ এবং বিদেশে নতুন নতুন বাজার সৃষ্টিতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া যুগোপযোগী রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২ শতাংশ হতে ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য কূটনীতি জোরদার করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক উইং এর সংখ্যা ২০০৯ এর ১৯টির স্থলে ২০২২ সাল পর্যন্ত ২৩ টিতে উন্নীত করা হয়েছে। বাজার বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মার্চ পর্যন্ত ২১টি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। বাণিজ্য সম্ভাবনা রয়েছে এমন দেশ ও অর্থনৈতিক জোটের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA), অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA) স্বাক্ষর, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

১৮। দেশের তৈরি পোশাক খাতের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকল্পে কারখানাসমূহের শ্রমিক অধিকার এবং পেশাগত স্বাস্থ্য উন্নয়নে বাংলাদেশ শ্রম আইন আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্য করে সংশোধন করা হচ্ছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আইএলও-এর সুপারিশ অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সকল স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে শ্রমিক অধিকার বিষয়ে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তৈরি পোশাক কারখানাসমূহ শ্রমিক অধিকার উন্নয়ন ও পেশাগত স্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নেও কাজ করছে। বিশ্বের ১০৪টি পরিবেশবান্ধব কারখানার মধ্যে ৫৩টি কারখানা বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বিশ্বের সেরা ১০টি পরিবেশবান্ধব কারখানার মধ্যে ৯টি ই বাংলাদেশে অবস্থিত । বাংলাদেশের ১৯২ টি কারখানা US Green Building Council (USGBC)-এর The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) সনদ পেয়েছে। তন্মধ্যে ৬৭টি কারখানা প্লাটিনাম সনদ, ১১১টি কারখানা গোল্ড সনদ, ১০টি কারখানা সিলভার এবং ৪টি কারখানা নিবন্ধন সনদ পেয়েছে। এছাড়া প্রায় ৫৫০টি কারখানা সনদ গ্রহণের জন্য USGBC-এর নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে।

১৯। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি বাজার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে নতুন জিএসপি রেগুলেশনের খসড়ার উপর Stakeholder Consultation-এ দেশের বিভিন্ন ট্রেড এসোসিয়েশন অংশগ্রহণ করেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পর্যায়ে Negotiation করায় আলোচ্য খসড়ায় জিএসপি+ এর শর্ত থেকে import share criterion বাদ দেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়। এর ফলে LDC হতে বাংলাদেশের উত্তরণ পরবর্তীকালে জিএসপি+ পাওয়ার পথ সুগম হতে পারে। তবে নতুন জিএসপি রেগুলেশনের খসড়াতে Automatic Safeguard Provision এর জন্য আর্টিকেল ২৯ এ ২ নম্বর অনুচ্ছেদে যে সংশোধনী আনা হয়েছে তার ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক এ সুবিধা থেকে ভবিষ্যতে বঞ্চিত হতে পারে। এছাড়াও পূর্বের ২৭টি কনভেনশনের স্থলে বর্তমানে ৩২টি কনভেনশন স্বাক্ষর করা বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তাছাড়া ২২ মার্চ ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ ১৩৮ নং আইএলও কনভেনশনে ratified করেছে। এক কথায় LDC হতে উত্তরণের পরও বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানি বাজার ইইউতে অগ্রাধিকার বাজারে প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেশের আমদানির ওপর সরকারি বিভিন্ন বিধি-নিষেধের কারণে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে (জুলাই-ডিসেম্বর) আমদানি ব্যয় ৪১.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.২০ শতাংশ কম।

মাননীয় স্পিকার

প্রবাস আয়

২০। ২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে দেশে প্রবাস আয়ের প্রবাহ ছিল ১০.৪৯ বিলিয়ন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৪৮ শতাংশ বেশি। প্রবাস আয়ে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য সরকার বিগত অর্থবছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও ২.৫ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা প্রদান করছে। পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রক্রিয়া সহজ করা, হুন্ডিসহ অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ নিরুৎসাহিত করা এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স গ্রহণ অনুমোদন করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন এবং Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পসহ অন্যান্য দক্ষতা বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশে দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে। এছাড়া সরকার প্রচলিত শ্রমবাজারের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানে সচেষ্ট রয়েছে। তাই চলতি অর্থ বছরের শেষে প্রবাস আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করছি।

মাননীয় স্পিকার

বৈদেশিক মুদ্রা ও রিজার্ভ

২১। এবার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও এর বিনিময় হার নিয়ে কিছু কথা বলব। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক শেষে একদিকে আমদানি ব্যয় হ্রাস ও প্রবাস আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসাব পরিস্থিতির উন্নতি হলেও ফাইন্যান্সিয়াল একাউন্টের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ জুন ২০২২ মাসের তুলনায় কমেছে। ডিসেম্বর ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩৩.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দিয়ে প্রায় ৫.৩ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। ডিসেম্বর ২০২২ মাস শেষে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ১০০.১৩ টাকা, যা বিগত বছরের একই সময়ে ছিল ৮৫.৮০ টাকা। এ সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের ক্ষেত্রে অবচিতি (depreciation) হয়েছে প্রায় ১৬.৭ শতাংশ। সরকার ইতোমধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ খুব দ্রুত পূর্বের শক্ত অবস্থানে ফিরে যাবে বলে আমি আশা করছি।

মাননীয় স্পিকার

চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত কতিপয় বিষয়ের অগ্রগতি

২২। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে আমরা জনগণকে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে মহান সংসদকে জানাতে চাই যে, বিগত বাজেটে দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। তাছাড়া, পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনেক কার্যক্রম চলমান আছে। মহান সংসদের অবগতির জন্য এখন আমি বাজেটে প্রতিশ্রুত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা

২২.১। শিক্ষা খাতে প্রয়োজন অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, শিক্ষা উপবৃত্তি, শিক্ষা ও গবেষণা সহায়তা, কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও যুগোপযোগী ও বাজার চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি আমরা। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে ১২ হাজার শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সরকারি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ৯৪টি কলেজে

একাডেমিক ভবন, ২৮টি হোস্টেল ভবন নির্মাণ ও ৬টি প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১২৫টি ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৭টির কাজ চলমান আছে। ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের কাজ চলমান আছে। দেশের ৫৭টি জেলায় বিদ্যমান টিএসসিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে ৬৪টি জেলার টিএসসিসমূহের সক্ষমতা বাড়ানো হবে। এছাড়া, ৩৪৭টি মাদ্রাসায় ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২২.২। শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৫৭০ জনকে পেডাগোজি প্রশিক্ষণ, ৮০০ জনকে আইসিটি প্রশিক্ষণ এবং ৪১৯কে স্কিলস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের এ পর্যন্ত আইসিটি বিষয়ে BANBEIS এ ১৬০ জন এবং UITRCE এ ৩,৩৭০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের শূণ্যপদে ইতোমধ্যে ৩৭ হাজার ৫৭৪ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে নির্ধারিত ৬০টি জেলার ১১৪টি উপজেলায় ৩৫ হাজার শিখনকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭৬৩ জন নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

স্বাস্থ্য

২২.৩। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যখাতে সরকারের উদ্যোগসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত দেশের ৭০ শতাংশ নাগরিককে কোভিড-১৯ এর ২য় ডোজ টিকার আওতায়ও আনা হয়েছে। এছাড়া, বিশ্বব্যাংক ও এশীয় ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক এর অর্থায়নে 'COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness' প্রকল্প এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর সহায়তায় 'COVID-19 Response Emergency Assistance' প্রকল্প ২টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২২.৪। '৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র আওতায় মোট ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। গ্রামীণ জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য এখন পর্যন্ত ১৪ হাজার ৩৮৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দেশের জনগণের হাতের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন সেবাপ্রার্থী একটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ

করে থাকেন, যার ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু। সারাদেশে প্রায় ৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসবসেবা দেয়া হচ্ছে। ১০৬টি উপজেলায় মাল্টিপারপাস হেলথ ভলান্টিয়ার (এমএইচভি) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এর আওতায় ইতোমধ্যে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২২.৫। সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্পন্ন বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা, সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন আবির্ভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি, উন্নত ও দক্ষ ঔষধখাত প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কাজ করছি।

মাননীয় স্পিকার

ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

২২.৬। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সকল ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশের সকল মানুষের জন্য বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উত্তরনে বাংলাদেশ যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার অংশ হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৬ হাজার ৭০০ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) মেগাওয়াট এ উন্নীত হয়েছে। দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার শতকরা ১০ ভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যে সৌর শক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বর্তমানে ৯৫৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এর মধ্যে সৌর জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে ২৫৯ মেগাওয়াট। এছাড়া, আরও ২ হাজার ৭৯৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে আমরা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণে গুরুত্ব আরোপ করেছি। ডিসেম্বর, ২০২২ শেষে নির্মাণকৃত সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৫৪৬ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ ২৯ হাজার কিলোমিটার। একইসাথে সিস্টেম লস হ্রাস, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত মোট ৫২ লক্ষেরও বেশি বৈদ্যুতিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২২.৭। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও সুসংহত করার জন্য আমরা নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। অনশোর এলাকায় তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, তেল-গ্যাস উত্তোলনের জন্য ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০২২ সাল পর্যন্ত বাপেক্স কর্তৃক সর্বমোট ৪১টি কুপের অনুসন্ধান, ওয়ার্কওভার ও কুপ খনন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ সাল পর্যন্ত ১৯টি কূপ খনন ও ওয়ার্কওভার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, সমুদ্র অঞ্চলে গ্যাস ও তেল অনুসন্ধানের জন্য জরিপসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত আছে। গ্যাস ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপচয় হ্রাসের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে আবাসিক খাতে প্রিপেইড মিটার এবং সিএনজি ও শিল্প খাতে ইভিসি মিটার স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৯৩ হাজারের বেশি গ্যাসের প্রিপেইড মিটার স্থাপন করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২২.৮। এলএনজি আমদানির জন্য কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ীতে দৈনিক ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ২০০৯ সনে দেশে জ্বালানি তেল সংরক্ষণের সক্ষমতা ছিল ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন, যা বৃদ্ধি করে বর্তমানে প্রায় ১৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে।

যোগাযোগ অবকাঠামো

২২.৯। নিরাপদ, টেকসই ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ অবকাঠামো তৈরির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, ঢাকা মহানগরীতে যানজট নিরসনে দ্রুত গতির গণপরিবহন ব্যবস্থা (এমআরটি ও বিআরটি) প্রবর্তনসহ মোটরযান ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক এর আলোকে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সকল জাতীয় মহাসড়ককে ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭১৭.৭৫ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকা মহানগরী ও সংযুক্ত এলাকার যানজট নিরসন ও গণপরিবহন এর উন্নয়নে ৬টি মেট্রোরেল সমন্বয়ে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর আওতায় মোট ১২৮.৭৪১ কিলোমিটার শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য আমরা সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছি। ইতোমধ্যে উত্তরা হতে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৭টি স্টেশন বিশিষ্ট ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল MRT Line-6 এর উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। বাকি অংশের কাজও দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি।

২২.১০। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার অন্যতম অনুষঙ্গ হল দক্ষ গাড়িচালক। অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এক লক্ষ গাড়িচালক তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৭৫ হাজার ৫০৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত চালকগণ সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছি।

মাননীয় স্পিকার

২২.১১। রেলওয়ের আধুনিকায়নের জন্য ২০১৩ সালে প্রণীত মাস্টার প্ল্যান হালনাগাদ করে ৩০ বছর মেয়াদি মাস্টার প্ল্যানে (২০১৬-২০৪৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৪৩টি জেলা রেলওয়ে নেটওর্য়াকের আওতায় আছে। আরও ১৬টি জেলাকে এ নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। ২০০৯ সালে আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে অদ্যাবধি ৯৬টি লোকোমোটিভ (৫০টি এমজি ও ৪৬টি বিজি) ও ৫২০টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ, ৫০৬টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন, ৫১৬টি মালবাহী ওয়াগন ও ৩০টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ এবং ২৭৭ টি মালবাহী ওয়াগন পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়াও মোট ১৪৪টি নতুন ট্রেন চালু ও ৪৪টি বিদ্যমান ট্রেনের সার্ভিস বর্ধিত করা হয়েছে। তাছাড়া, সরকারের মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী রাজধানী ঢাকার সাথে কক্সবাজার, মোংলা বন্দর, টুঙ্গীপাড়া, বরিশাল, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য এলাকা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন, পদ্মা বহুমুখী সেতুতে রেল লিংক স্থাপন, যমুনা রেলসেতু নির্মাণ, ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে ও আঞ্চলিক রেলওয়ে যোগাযোগ স্থাপন এবং উন্নত কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষি-মৎস্য ও খাদ্য নিরাপত্তা

২২.১২। কৃষি বাংলাদেশ অর্থনীতির প্রাণ। আমাদের কৃষিবান্ধব সরকার দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ধান ও ভুট্টাসহ সকল প্রকার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষি খাতকে সুসংহত করতে আমরা প্রতিকূল-পরিবেশ-সহিষ্ণু ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তা সম্প্রসারণ, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি, জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অদ্যাবধি ৬টি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজন করতে সক্ষম ১৩ হাজার ৭৭০ মে.টন ধান বীজের প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়েছে। ২৪টি ফসল উৎপাদনের জন্য সুদ ভর্তুকির আওতায় বিদ্যমান ৪ শতাংশ সুদে বিশেষ কৃষিঋণ ২০২২-২৩ অর্থবছরে অব্যাহত রাখা হয়েছে। ২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত ১৮ হাজার কৃষকের মাঝে ১৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা প্রনোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২২.১৩। ই-কৃষি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্পের (এপ্রিল ২০২২ থেকে জুন ২০২৫) আওতায় কৃষকদের স্মার্ট কৃষি কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এগ্রো-মেট্রোলজিকেল ডাটাবেইস প্রস্তুতকরণ, পরামর্শ সেবা প্রদান, ৬৪ জেলায় ৪৮৭টি উপজেলার আবহাওয়া ও জলবায়ুসেবা সংক্রান্ত কৃষকের চাহিদা নিরুপন, ৪৮৭টি উপজেলায় এগ্রো-মেট্রোলজিকেল কিওস্ক স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে।

২২.১৪। কৃষির পাশাপাশি সুনীল অর্থনীতির বিকাশ এবং সামুদ্রিক মৎস্য উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' বঙ্গোপসাগরে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৪১টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে এবং জৈবিক বিশ্লেষণের জন্য ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প' বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত উপকূলীয় এলাকায় মোট ৩০০টি চিংড়ি ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। ই-ট্রেসেবিলিটি কার্যক্রমের জন্য পাইলট প্রকল্প গহণ করা হচ্ছে, যা বাস্তবায়িত হলে প্রাণিস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, কৃত্রিম প্রজনন ও প্রাণিজাত পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্য দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

স্থানীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

২২.১৫। পল্লী এলাকায় অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য ২০০৯ সাল থেকে ডিসেম্বর/২০২২ সাল পর্যন্ত ৭৪ হাজার ৭০২ কিলোমিটার পাকা সড়ক, ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ১৯৭ মিটার নতুন ব্রীজ নির্মাণ, ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৩ কিলোমিটার পাকা পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, ১ হাজার ৭৬৭ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৩৯৯টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া ২ হাজার ৮৪২টি গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার উন্নয়ন এবং ১ হাজার ৪৬৫টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ/পুন:নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, নগর এলাকার উন্নয়নে ১১ হাজার ৭৮ কিলোমিটার সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে।

২২.১৬। নির্বাচনী অঙ্গীকারের আলোকে 'আমার গ্রাম - আমার শহর' কর্মসূচি এর আওতায় গ্রামীণ সড়ক, গ্রোথ সেন্টার এবং হাটবাজার, গ্রামীণ পানি সরবরাহ, গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, উপজেলা মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, 'রূপকল্প-২০৪১' ও এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৮৭ হাজার ২৩০টি গ্রাম উন্নয়নের জন্য কাঠামো তৈরির কাজ চলছে। আর্সেনিক, আয়রন, লবণাক্ততা এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার সমস্যা নিরসনে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ হাজার ২৯৭ টি পুকুর ও ১২৫টি খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে মোট ১০ লক্ষ ১৩ হাজার ২০০টি আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানির উৎস, পৌর এলাকায় ১ হাজার ৪৬১টি

উৎপাদক নলকূপ, ১৫৯টি পানি শোধনাগার, ১৭ হাজার ৩০২ কিলোমিটার পাইপ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন, সারাদেশে প্রায় ৬৫ হাজার ৫৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৬ হাজার ৪৯০টি নিরাপদ পানির উৎস এবং ৫৫ হাজার ৭৫টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান

২২.১৭। শ্রমশক্তিতে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রমভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, বিদ্যমান শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মপরিবেশের মানোন্নয়ন, শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমরা নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে হচ্ছে। একইসাথে, কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালার বিধানাবলী এবং শ্রমিকদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৭০ জনকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, রপ্তানিমুখী ও অন্যান্য শিল্প-কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত ৯৫৩টি কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে ও ৩৬টি কারখানায় শ্রমিকের কল্যাণের জন্য গ্রুপ বীমা চালু করা হয়েছে। কলকারখানায় দুর্ঘটনা রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৩ হাজার ৮৪২ জন মহিলা শ্রমিকের প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। অধিকহারে অভিবাসনে উৎসাহী করা এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বোয়েসেল হতে জুলাই-ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত প্রাক-বহির্গমণ ওরিয়েন্টেশন (পিডিও) কোর্সসহ বিভিন্ন ট্রেডে ৫ লক্ষ ৬৭ হজার ৩৯৬ জনকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫ লক্ষ ৮ হাজার ২৫৭ জন কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

নারী ও শিশু উন্নয়ন

২২.১৮। নারী ও শিশুদের অধিকার ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধিকরণে আমরা তাঁদের বিভিন্ন কর্মভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, শিশু বিকাশ কেন্দ্র/ দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের মত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। তাছাড়া, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পেশাগত ও কারিগরি ক্ষেত্রে

যুবা নারীদের দক্ষতা উন্নয়নে আয়-বর্ধক প্রশিক্ষণ (আইজিএ) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সারাদেশে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার জন দরিদ্র মা-কে এবং সকল সিটি কর্পোরেশনে ও পৌর এলাকায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার জন কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা-কে ৩৬ মাস ব্যাপী মাসিক ৮০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার ও রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার হতে ২০ হাজার ৫৭৯ জন নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে। ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ এর মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৫৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৮০০ জন নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৬ হাজার ৩৪০টি শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, এবং ঢাকার আজিমপুর ও কেরানীগঞ্জে স্থাপিত ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ৬২৯ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য জেন্ডার ইস্যুটি মূল স্রোত ধারায় আনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও জনবল বরাদ্দ প্রদান এবং প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

সামাজিক নিরাপত্তা

২২.১৯। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণে সরকার নানামুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট কর্মহীনতা ও আয়ের সুযোগ হ্রাসের কবল থেকে দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমে জনপ্রতি ৫০০ টাকা হার ও ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৭.০১ লক্ষ জন অপরিবর্তিত রেখে ৩ হাজার ৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ বরাদ্দ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ২ কিস্তিতে iBAS++ এর মাধ্যমে ১ হাজার ৭২২ কোটি টাকা ভাতাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রমে জনপ্রতি ৫০০ টাকা চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১ হাজার ৪৯৫.৪০ কোটি টাকা হতে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ২ কিস্তিতে iBAS++ এর মাধ্যমে ৬৯ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। সর্বোপরি চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভাতা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম Management Information System (MIS) এ জিটুপি পদ্ধতি ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মোট ১ কোটি ৬ লক্ষ ৪১ হাজার জন বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ও প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

২২.২০। পিছিয়ে পড়া ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের সাংগঠনিক শক্তিকে মজবুত করতে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টকে উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' চালু রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিশেষ অনুদান খাতে এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৫০৪ জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৮.৩৬ কোটি টাকার অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে বৈশ্বিক অতিমারি কোভিড-১৯ মোকাবিলা করেছি। করোনা মোকাবেলায় আমাদের কৌশল ও সাফল্য বিশ্বব্যাপী নন্দিত হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট চলমান বৈশ্বিক সংকট পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমাদেরও প্রভাবিত করছে। স্বস্তির বিষয় হল- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এ কঠিন সংকটও আমরা দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করছি। আমাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভালো অবস্থানে আছে। বিশেষ করে, চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই প্রান্তিকে সামষ্টিক অর্থনীতির খাতভিত্তিক অবস্থান পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ থাকলেও সার্বিকভাবে অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি আশাব্যঞ্জক।

২৪। চলতি অর্থবছর আমাদের সরকারের টানা তৃতীয় মেয়াদের চতুর্থ বছর। আমার বিশ্বাস, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারন করে, অভিঘাত মোকাবেলায় আমাদের সহজাত শক্তিতে, সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ ও একনিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হব। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের প্রতিশ্রুত কার্যক্রম, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০২১-২০৪১) প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বৈষম্যহীন, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার পথে সকলকে সাথে নিয়ে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে যাব ইনশা আল্লাহ্।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পরিশিষ্ট

২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১ রাজস্ব আহরণ

সারণি ১: রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০২১-২২		২০২২-২৩	জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে আয়*		২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০২১-২২	২০২২-২৩	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট রাজস্ব	৩৮৯,০০০	৩২৯,০০৫	৪৩৩,০০৩	১৬৬,২১১	১৭৫,২৮৯	৪০.৫
	[৯.৮]	[৮.৩]	[৯.৭]	(২০.৫)	(-৫.৫)	
কর রাজস্ব	৩৪৬,০০৩	২৯৩,৯২৭	৩৮৮,০০২	১৪৯,৮৬৪	১৫৭,৫৭৫	৪০.৬
	[৮.৭]	[৭.৪]	[৮.৭]	(৩২)	(৫.১)	
এনবিআর	৩৩০,০০০	২৮৭,২২৩	৩৭০,০০০	১৪৬,৮৫৯	১৫৩,৬৮২	৩৯.৬
	[৮.৩]	[৭.২]	[৮.৩]	(৩৩.৬)	(৪.৬)	
এনবিআর বহির্ভূত	১৬,০০০	৬,৭০৪	১৭,৯৯৯	৩০০৪	৩,৮৯২	২১.৬
	[০.৪]	[০.২]	[০.৪]	(-৩.১)	(২৯.৫)	
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৪৩,০০০	৩৫,০৭৮	৪৫,০০৪	১৬,৩৪৬	১৭,৭১৪	৩৯.৪
	[১.১]	[০.৯]	[১.০]	(-৩৪.২)	(৮.৪)	

উৎস: সিজিএ/আইবাস, অর্থ বিভাগ।* সিজিএ কর্তৃক আইবাসে তথ্য প্রদান সম্পূর্ণ হয়নি।
নোটঃ বন্ধনীর [ ] মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।
বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

- ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৩২৯,০০৫ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৪.৬ শতাংশ;
- চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১৭৫,২৮৯ কোটি টাকা, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৪০.৫ শতাংশ;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে এনবিআর-কর রাজস্ব আয়ে ৪.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এ সময়ে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণে প্রবৃদ্ধি ২৯.৫ শতাংশ;
- চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১৭,৭১৪ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৪ শতাংশ বেশি ।

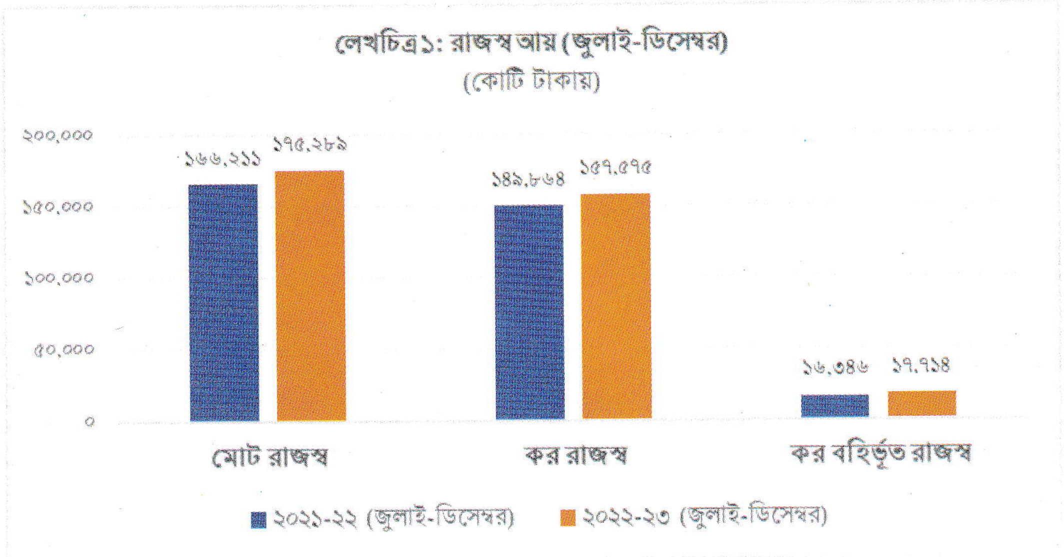

ক.২ এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ

সারণি ২: এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

				(কোটি টাকায়)
খাত	২০২১-২২ (প্রকৃত)	জুলাই- ডিসেম্বর (প্রকৃত)		জুলাই- ডিসেম্বর সময়ে প্রবৃদ্ধি (%)
		২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩
১	২	৩	৪	৫
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৯০,৪৬৪	৪১,৩৬১	৪৫,৮২৪	১০.৭
মূল্য সংযোজন কর	১১৬,৯৯৩	৬১,৩২৬	৬৩,৭৭৫	৪.০
সম্পূরক শুল্ক	৪১,১৮৭	২০,৯২৬	২১,৬৮১	৩.৬
আমদানি শুল্ক	৩৪,৩৬৮	২২,৪৪১	২০,৮৮১	-৬.৯
রপ্তানি শুল্ক	১	১	২	৫০.০
আবগারি শুল্ক	৩,১০৭	৩৯৯	৭৭৫	৯৪.০
অন্যান্য কর ও শুল্ক	১,১০৩	৪০৫	৭৪২	৮৩.১
মোট	২৮৭,২২৩	১৪৬,৮৫৯	১৫৩,৬৮২	৪.৬

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ।

- ২০২১-২২ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের তুলনায় চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে এনবিআর-কর রাজস্ব আদায়ে ৪.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

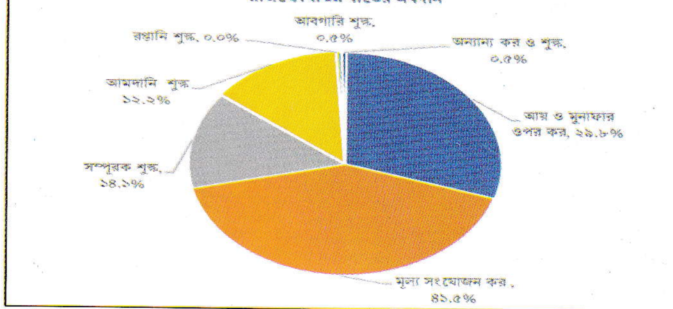

লেখচিত্র ২: ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে আহরিত এনবিআর রাজস্বে বিভিন্ন খাতের অবদান

ক.৩ এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ

সারণি ৩: এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত আহরণ	ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আহরণ	২০২২-২৩	
				ডিসেম্বর ২১ পর্যন্ত আহরণের উপর ডিসেম্বর ২২ পর্যন্ত আহরণের প্রবৃদ্ধি (%)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
আমদানি শুল্ক	৪৩,৯৯৪	১৬,২৩০	১৭,৮৬৩	১০.০৬	৪০.৬০%
ভ্যাট (আমদানি পর্যায়ে)	৫২,৫২৯	২০,৫০৭	২২,০৯৭	৭.৭৫	৪২.০৭%
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	১৪,৪১৩	৪,৪০৬	৪,৯৮৮	১৩.২৩	৩৪.৬১%
রপ্তানি শুল্ক	৬৩	১	৩	৩১৬.৪২	৪.৪৩%
উপ-মোট	১১১,০০০	৪১,১৪৪	৪৪,৯৫১	**৯.২৫**	৪০.৫০%
আবগারি শুল্ক	৩,৯৪১	১,৭৮৮	৭,৩০৭	৩০৮.৬১	১৮৫.৪১%
ভ্যাট (স্থানীয় পর্যায়ে)	৯৩.৬৯৬	৩১,৬০০	৩৩,৫৫৬	৬.১৯	৩৫.৮১%
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	৩৯,২৬২	১৪,৪৪২	১৪,৪০৮	-০.২৪	৩৬.৭০%
টার্ন ওভার ট্যাক্স	১	০	০	-৫৩.৩৩	১৬.৮০%
অন্যান্য (স্থানীয় পর্যায়ে)	০.০০	৪৫২	৫৬৭	২৫.৫৩	
উপ-মোট	১৩৬,৯০০	৪৮,২৮৩	৫৫,৮৩৮	**১৫.৬৫**	৪০.৭৯%
আয়কর	১২১,০৯৪	৪১,৩৪৫	৪৩,৯৫৯	৬.৩২	৩৬.৩০%
ভ্রমণ কর	১,০০৬	২৬৪	৬৮৩	১৫৮.৮০	৬৭.৯০%
প্রত্যক্ষ কর হতে মোট আয়	১২২,১০০	৪১,৬০৯	৪৪,৬৪২	৭.২৯	৩৬.৫৬%
সর্ব-মোট	৩৭০,০০০	১৩১,০৩৫	১৪৫,৪৩১	**১০.৯৯**	৩৯.৩১%

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর হিসাবমতে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৩৯.৩১ শতাংশ কর আদায় হয়েছে।
- রাজস্ব প্রদান পদ্ধতির অটোমেশনের কারণে কিছু রাজস্ব আদায় তথ্যে আইবাস ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

খ.১ সরকারি ব্যয়

সারণি ৪: সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০২১-২২ সংশোধিত বাজেট	২০২১-২২ প্রকৃত ব্যয়	২০২২-২৩ বাজেট	জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে প্রকৃত ব্যয় ২০২১-২২	জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে প্রকৃত ব্যয় ২০২২-২৩	২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন
মোট ব্যয়	৫৯৩৪৯৯ ।১৮.৭১।	৫১৮১৪৫ ।১৬.৩৪।	৬৭৮০৬৪ ।১৯.৬১।	১৬৯৩০২ (১.৩৯)	১৭৫৩০৮ (৩.৫৫)	২৫.৮৫
পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয়	৩৮৩৫২২ ।১২.০৯।	৩৩২০৭০ ।১০.৪৭।	৪৩১৯৯৮ ।১২.৫০।	১৩২২২৯ (০.৫৬)	১৩৯৪২৫ (৫.৪৪)	৩২.২৭
এডিপি ব্যয়	২০৯৯৭৭ ।৬.৬২।	১৮৬০৭৫ ।৫.৮৭।	২৪৬০৬৬ ।৭.১২।	৩৭০৭৩ (৩.৯৭)	৩৫৮৮৩* (-৩.২১)	১৪.৫৮
আইএমইডি এর তথ্যানুসারে এডিপি ব্যয়				৫৬৯৬২	৬০২৪৯ (৫.৮)	২৩.৫

উৎসঃ আইবাস++, অর্থ বিভাগ

নোটঃ বন্ধনীর || মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র (১৫-১৬ অর্থবছরকে ভিত্তিবছর ধরে) শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

* মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থার তথ্য আইবাস++ এ যথাযথভাবে আপলোড করার জন্য ন্যূনপক্ষে ২-২.৫ মাস সময় প্রয়োজন হয়। ফলে সময়ে সময়ে বাস্তবায়নের পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয় না।

- গত ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৫১৮১৪৫ কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটের প্রায় ৮৭.৩০ শতাংশ;
- চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালন ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয় মোট বরাদ্দের ৩২.২৭ শতাংশ; এক্ষেত্রে ব্যয় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৪৪ শতাংশ বেড়েছে;
- চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে মোট বরাদ্দের ১৪.৫৮ শতাংশ ব্যয় হয়েছে (আইবাস তথ্যানুযায়ী) । আইএমইডির তথ্যানুযায়ী এ খাতে মোট বরাদ্দের ২৩.৫ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। এই ব্যয় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩.৫ শতাংশ বেশী।

লেখচিত্র ৩: সরকারি ব্যয় (জুলাই-ডিসেম্বর) (কোটি টাকা)

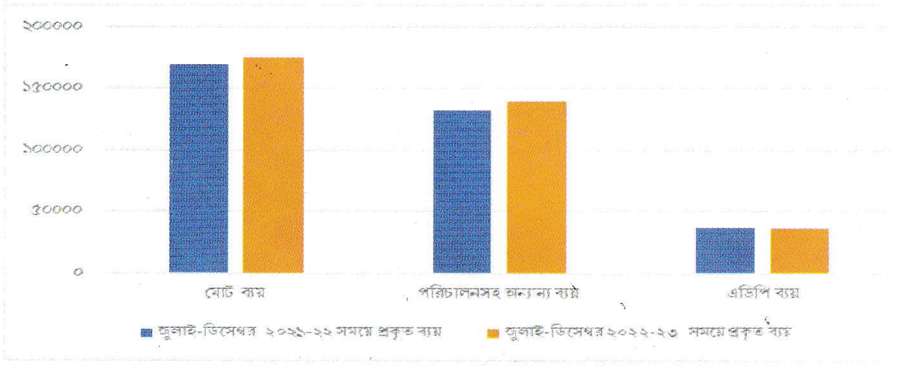

খ.২ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২১-২২		২০২২-২৩ বাজেট	জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে ব্যয়			২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়		২০২১-২২	২০২২-২৩	প্রবৃদ্ধি (%)	
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৯৬০৯	৩৩৯১১	৪১৭০৭	৮০২২	৬৮৫৫	-১৪.৫৫	১৬.৪৪
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৫১৫৫	৩৩২৩৯	৩৮০৪১	১২৪৬৫	৬৫০৫	-৪৭.৮১	১৭.১০
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩২৯৯৭	২৯৮৫১	৩৬৬৪৬	৬২৪৪	৬০৯০	-২.৪৬	১৬.৬২
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩২৪১০	২৮৯৭০	৩৯৯৬০	১১৪০৫	১১৬৫৪	২.১৮	২৯.১৬
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৮২২১	২৩৪৬২	৩১৭৬০	৯১৪৩	৭৮৭১	-১৩.৯১	২৪.৭৮
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২৬১৬৪	২০৫০২	২৯২৮১	৪৭৪৪	৪৯১৯	৩.৬৭	১৬.৮০
জননিরাপত্তা বিভাগ	২৩২৬০	২১৪৪৮	২৪৫৯৩	৮৫৬৪	৮৩১৯	-২.৮৬	৩৩.৮৩
বিদ্যুৎ বিভাগ	২২৮৭৪	২১২৪১	২৪১৯৫	৩১৮৮	২৩০৬	-২৭.৬৮	৯.৫৩
কৃষি মন্ত্রণালয়	১৮৯৩৯	২১৩২৬	২৪২১৯	৪৯৯১	১০১৩৯	১০৩.১৪	৪১.৮৭
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৬৪৫৭	১৫০৭০	১৬৬১৩	৮০২২	৬৮৫৫	-৫৭.৮৩	৪.৮৪
মোট (১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	২৭৬০৯০	২৪৯০২৪	৩০৭০২০	৭০৬৭৭	৬৫৪৬৬	-৭.৩৭	২১.৩২
অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ	৩১৭৪০৪	২৬৯১২১	৩৭১০৪৩	৯৮৬২৪	১০৬০০০	৭.৪৮	২৮.৫৭
সর্বমোট	৫৯৩৪৯৫	৫১৮১৪৫	৬৭৮০৬৪	১৬৯৩০২	১৭১৪৬৭	১.২৮	২৫.২৯

উৎসঃ আইবাস++, অর্থ বিভাগ

নোটঃ এ সারণীতে সুদ বাবদ পরিশোধ, ঋণ ও অগ্রীম, খাদ্য হিসাব এবং এডিপি বহির্ভূত কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী ব্যতীত মোট বাজেট হিসাব করা হয়েছে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০টি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে বরাদ্দ হলো মোট বাজেটের ৪৬.৫১ শতাংশ; অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বিপরীতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৫৩.৪৯ শতাংশ;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বরাদ্দের ২১.৩২ শতাংশ; অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ব্যয় ২৮.৫৭ শতাংশ; মোট ব্যয় বাজেটের ২৫.২৯ শতাংশ;
- সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে মোট ব্যয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.২৮ শতাংশ বেড়েছে।

খ.৩ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

সারণি ৬: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২২-২৩ অর্থবছর		জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ব্যয়			২০২২-২৩
	বরাদ্দ	প্রকল্প সংখ্যা	২০২১-২২	২০২২-২৩	প্রবৃদ্ধি (%)	বরাদ্দের তুলনায় অর্জন (%)
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৫০৩০	২১২	৯০৯১	৯১০৯	০.২	২৬.০
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৭৪৫৪	৬২	৬৪৬৭	১০৫৮৮	৬৩.৭	৩৮.৬
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩০৯৯৬	১৫৫	৭৯৫৪	৮৩৭৬	৫.৩	২৭.০
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৫৮৫৭	২৫	৪৮১৬	২৮৬২	-৪০.৬	১৮.১
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৪৮৮৬	৩৫	৩৬০৩	৩৭৬১	৪.৪	২৫.১
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৫৭৭৯	৪২	১২৭৯	১৫০০	১৭.৩	৯.৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১৩৮৭৩	৬৯	২৮২৫	১৬৯৪	-৪০.০	১২.১
সেতু বিভাগ	৮৯৯৫	৮	১৭৫২	৩৯৯৬	১২৮.১	৪৪.৪
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১৫৪১	৯৬	১৯৮৬	১৩৮২	-৩০.৪	১২.০
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৬৮৯৩	৩৫	৮০৭	৮৮৬	৯.৮	১২.৯
মোট (১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	১৮১৩০৪	৭৩৯	৪০৫৮০	৪৪১৫৪	৮.৮	২৪.৩
অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ	৭৪৬৯৯	৭৫৭	১৬৩৮২	১৬০৯৫	১.৮	২১.৫
সর্বমোট ব্যয়	২৫৬০০৩	১৪৯৬	৫৬৯৬২	৬০২৪৯	৫.৮	২৩.৫

উৎসঃ আইএমইডি

নোটঃ এ সারণীতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ‘নিজস্ব অর্থায়ন’ ব্যতীত বরাদ্দ/ব্যয় দেখানো হয়েছে

আইএমইডি’র হিসাব অনুযায়ী-

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭০.৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে; অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৯.২ শতাংশ;
- জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ২৪.৩ শতাংশ; অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ২১.৫ শতাংশ;
- সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৮ শতাংশ বেড়েছে।

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৭: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০২১-২২ প্রকৃত	২০২২-২৩ বাজেট	জুলাই ডিসেম্বর (প্রকৃত)	
			২০২১-২২	২০২২-২৩
বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	-১৮৯,১৪১ |-৫.৯৬|	-২৪৫,০৬১ |-৬.১৬|	-৩,০৯১ |-০.১০|	-১০,১৭৯ |-০.২৬|
অর্থায়ন	১৮৮,১৫৪ |৫.৯৩|	২৪৫,০৬৪ |৬.১৬|	৩,০৮৫ |০.১০|	৯,৭৬৫ |০.২৫|
বৈদেশিক	৬৭,৩৫১ |২.১২|	৯৮,৭২৯ |২.৪৮|	৬,৯৩৮ |০.২২|	৪,৯১০ |০.১২|
অভ্যন্তরীণ	১২০,৮০৩ |৩.৮১|	১৪৬,৩৩৫ |৩.৬৮|	-৩,৮৫৩ |-০.১২|	৪,৮৫৫ |০.১২|
ব্যাংক	৭৫,৫৩৩ |২.৩৮|	১০৬,৩৩৪ |২.৬৭|	৩৪,৭১৩ |১.০৯|	২৪,৭১৭ |০.৬২|
ব্যাংক বহির্ভূত	৪৫,২৭০ |১.৪৩|	৪০,০০১ |১.০১|	-৩৮,৫৬৬ |-১.২২|	-১৯,৮৬২ |-০.৫০|

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

নোট: বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে মোট ঘাটতি প্রাক্কলন (অনুদান ব্যতীত) করা হয়েছে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬১ কোটি টাকা যা উক্ত অর্থবছরের অনুমিত জিডিপি'র ৬.১৬ শতাংশ;
- ব্যাংক উৎস হতে নিট অর্থায়নের প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা যা অনুমিত জিডিপি'র ২.৬৭ শতাংশ;
- চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বাজেট ঘাটতি হয়েছে ১০ হাজার ১৭৯ কোটি টাকা; বিগত অর্থবছরে একই সময়ে ঘাটতি ছিল ৩ হাজার ৯১ কোটি টাকা।

গ.২. বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

সারণি-৮: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০২১-২২	২০২২-২৩	জুলাই-ডিসেম্বর (প্রকৃত)	
	প্রকৃত	বাজেট	২০২১-২২	২০২২-২৩
নিট অর্থায়ন (বৈদেশিক)	৬৭,৩৫১	৯৮,৭২৯	৬,৯৩৮	৪,৯১০
ঋণ	৭৮,৩২৩	১১২,৪৫৮	১৩,৫৮৭	৮,৩৪০
অনুদান	২,৩৩০	৩,২৭১	১২	১২
ঋণ পরিশোধ	-১৩,৩০২	-১৭,০০০	-৬,৬৬২	-৩,৪৪৩

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে নিট বৈদেশিক অর্থায়ন গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় কমেছে;
- চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধ নাগাদ গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২ হাজার ১৬ কোটি টাকা কম বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ.১ মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ৯: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	জুন ২০২১		জুন ২০২২		ডিসেম্বর ২০২২		জুন ২০২৩ লক্ষ্যমাত্রা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মূল লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা*
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৫.৬	১৩.৬	১৫.০	৯.৪	১০.০	৮.৫	১২.১	১১.৫
নিট বৈদেশিক সম্পদ	৫.৮	২৮.৬	১০.৪	-৪.৭	-১০.৭	-১৩.৫	-২.১	-১১.৯
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৮.৩	৯.৫	১৬.৫	১৪.০	১৬.৭	১৫.০	১৬.০	১৭.৯
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৯.৩	১০.১	১৭.৮	১৬.১	১৬.৭	১৫.০	১৮.২	১৮.৫
সরকারি খাত	৪৪.৪	১৯.৩	৩২.৬	২৭.৭	৩২.৩	২৪.৮	৩৬.৩	৩৭.৭
বেসরকারি খাত	১৪.৮	৮.৪	১৪.৮	১৩.৭	১৩.৬	১২.৯	১৪.১	১৪.১
রিজার্ভ মুদ্রা	১৩.৫	২২.৪	১০.০	-০.৩	৯.০	১৭.৪	৯.০	১৪.০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; *বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি অর্থবছরে একবারের স্থলে দু'বার করে মুদ্রানীতি বিবৃতি ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এ সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি-জুন সময়ের জন্য নতুন করে মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে, এতে জুন ২০২৩ সময়ের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন করা হয়েছে।

- ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রকৃত পরিমান লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই সীমিত ছিল। ২০২০-২১ অর্থবছরে নিট বৈদেশিক সম্পদ লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেলেও ২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।

- ডিসেম্বর ২০২২ শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি হলেও নিট বৈদেশিক সম্পদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এ সময় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে।

ঘ.২ সুদের হার

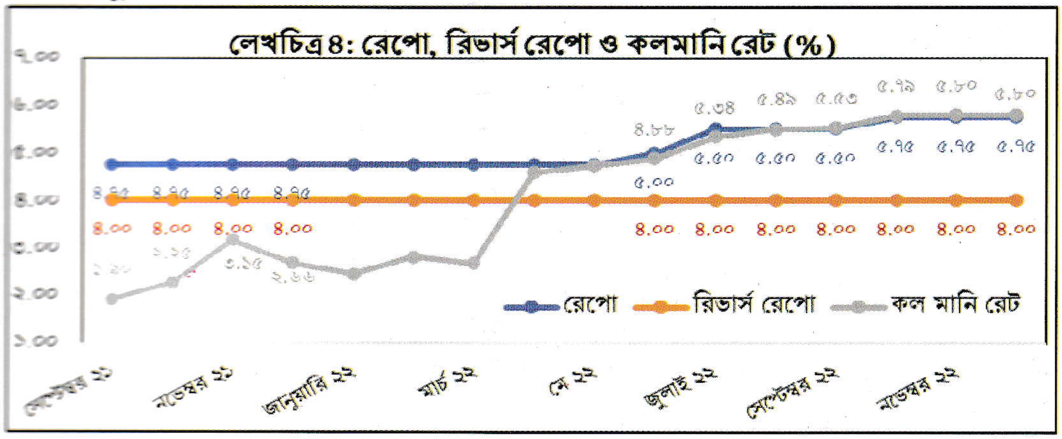

লেখচিত্র ৪: রেপো, রিভার্স রেপো ও কলমানি রেট (%)

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- কতিপয় ব্যাংক বিশেষ করে শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকে বিগত কয়েক মাসে তারল্যের চাপ থাকায় কলমানি রেট নীতি সুদহার তথা রেপো রেটকে ছাড়িয়ে গেছে।

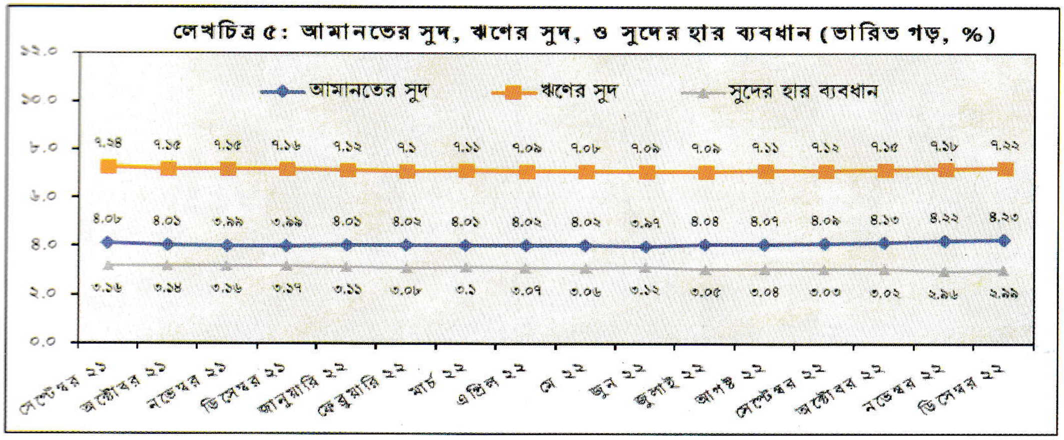

লেখচিত্র ৫: আমানতের সুদ, ঋণের সুদ, ও সুদের হার ব্যবধান (ভারিত গড়, %)

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

- আমানতের সুদের হার (ভারিত গড়) ডিসেম্বর ২০২১ এর এ ৩.৯৯ শতাংশ হতে ডিসেম্বর ২০২২ এ ৪.২৩ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ঋণের সুদের হার (ভারিত গড়) ডিসেম্বর ২০২১ এর ৭.১৬ শতাংশ হতে ডিসেম্বর ২০২২ এ ৭.২২ শতাংশে বেড়েছে;
- সঞ্চয় ও ঋণের সুদের হার ব্যবধান (spread) ডিসেম্বর ২০২১ এর ৩.১৭ শতাংশ হতে ডিসেম্বর ২০২২ এ ২.৯৯ শতাংশে নেমেছে।

৬. বৈদেশিক খাত

৬.১. আমদানি, রপ্তানি ও প্রবাস আয়

সারণি ১০: আমদানি, রপ্তানি ও প্রবাস আয় পরিস্থিতি

খাত	২০২১-২২	জুলাই-ডিসেম্বর	
		২০২১-২২	২০২২-২৩
রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৫২০৮২.৬৬	২৪৬৯৮.৫৫	২৭৩১১.২৫
প্রবৃদ্ধি (%)	৩৪.৩৮	২৮.৪১	১০.৫৮
আমদানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৮৯১৬২	৪২১২২.৫০	৪১১৯৪.৫০
প্রবৃদ্ধি (%)	৩৫.৯৩	৫৪.৪৭	-২.২০
প্রবাস আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২১০৩১.৬৮	১০২৩৯.৫৩	১০৪৯৩.২৫
প্রবৃদ্ধি (%)	-১৫.১২	-২০.৯০	২.৪৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

৬.২. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১১: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

খাত	৩০ জুন ২০২১	৩০ ডিসেম্বর ২০২১	৩০ জুন ২০২২	৩০ ডিসেম্বর ২০২২
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার)	৪৬৩৯১.৪৪	৪৬১৫৩.৯৩	৪১৮২৬.৭৩	৩৩৭৬৭.৪৬
আমদানি মাস হিসেবে	৮.১০	৭.৮০	৫.৪১	৫.৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

৬.৩. মুদ্রা বিনিময় হার (টাকা /ইউএসডি)

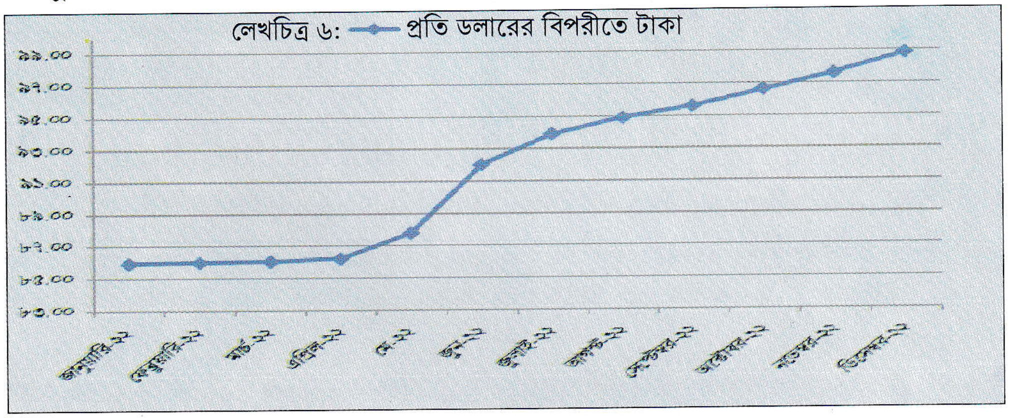

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

চ. মূল্যস্ফীতি

চ.১. মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১৩: মূল্যস্ফীতির গতিধারা (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)
(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)

মূল্যস্ফীতি (%)	২০২১-২২				২০২২-২৩			
	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়
সাধারণ	৫.৭	৫.৯৮	৬.০৫	৫.৫৪	৮.৯১	৮.৮৫	৮.৭১	৭.৭০
খাদ্য	৫.২২	৫.৪৩	৫.৪৬	৫.৩০	৮.৫০	৮.১৪	৭.৯১	৭.০৪
খাদ্য-বহির্ভূত	৬.৪৮	৬.৮৭	৭.০০	৫.৯২	৯.৫৮	৯.৯৮	৯.৯৬	৬.৮৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

লেখচিত্র ৭: ১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি

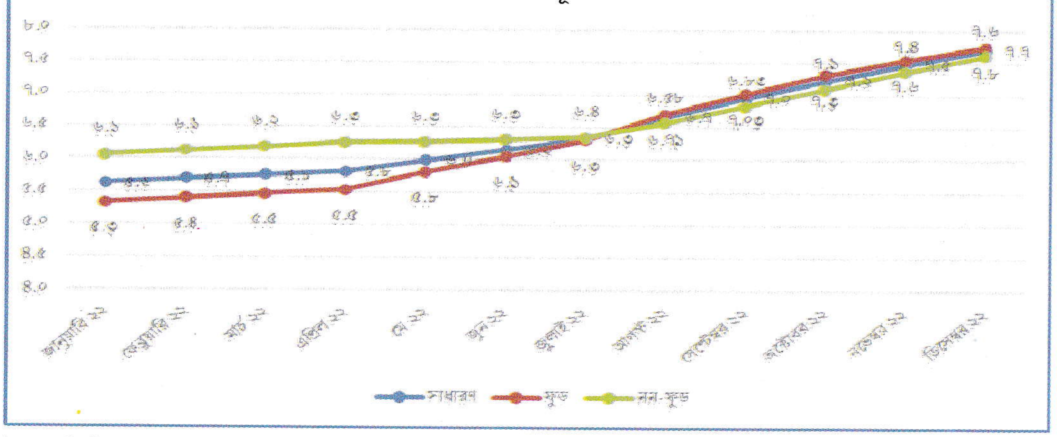

উৎস: বিবিএস

বিজি. প্রেস ২০২২-২৩/৬৬৩৫(কমঃ এ)—৬০০ বই, ২০২৩।